

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রামিম আক্তার

রোলঃ 227020015

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রামিম আক্তার

রোলঃ 227020015

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মৃত্যুর প্রস্তুতি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রামিম আক্তার, আইডিঃ 227020015 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মৃত্যুর প্রস্তুতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রামিম আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

রামিম আক্তার

আইডিঃ 227020015

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	1
মৃত্যু সৃষ্টির রহস্য.....	1
আত্মা কবজের পদ্ধতি.....	2
মৃত্যুর পূর্বে জমিন ও কবরের ঘোষণা.....	4
আত্মার কথোপকথন.....	5
কেরামান কাতেবীন এর পরিচয়.....	5
মানুষের শুভ পরিণতির লক্ষণ.....	6
মৃত্যুর কঠোরতা.....	7
সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা.....	8
অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা.....	9
যে কাজ মৃত্যুর পর তাড়াতাড়ি বেহেস্তে পৌঁছায়.....	10
মৃত্যুর উত্তম সময়.....	10
জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যু উত্তম.....	11
মৃত দেহের চিংকার.....	11
কবরের চাপ.....	13
মোনকার নাকিরের কবরে প্রবেশ.....	13
মোনকার নাকিরের প্রশ্ন.....	14
যারা কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না.....	15
কবরের আজাব সত্য.....	16
সাতটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও চালু থাকে.....	16
কেয়ামতের আলামত.....	17
হাশরের বর্ণনা.....	18
দোযখের শাস্তি.....	19
বেহেশতের বর্ণনা.....	20

ভূমিকা

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ

অর্থ: প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। [সূরা আল ইমরান-১৮৫]

মৃত্যু অকল্পনীয় এক চিরন্তন বাস্তব। যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আসবে কিন্তু কখন আসবে কেউ জানে না এর নির্দিষ্ট কোন সময় আমাদের জানা নেই। জায়েদ আন নোমাইবি রাহিমাল্লাহু তিনি বলেন মৃত্যুর যদি নির্দিষ্ট কোন সময় জানা থাকতো তবে আমি মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারতাম যে অমুক সময়ে আমার মৃত্যু হবে কিন্তু আমার মৃত্যুর তো নির্দিষ্ট কোন সময় জানা নেই তাহলে আমি কিভাবে নিশ্চিত থাকতে পারি যে আমার মৃত্যু কখন হবে সকালে হবে না সন্ধ্যায় হবে? আজকে যদি আমার মৃত্যু চলে আসে তবে কি আমি আমার আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত? যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

মৃত্যু সৃষ্টির রহস্য

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ ۖ

যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন

—আল মুল্ক - ২

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে কেবল মরণ ও জীবন এ দুটি অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম মৃত্যুও একটি অবস্থা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন তাফসিরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, মরণ ও জীবন দুটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান। হাদিসে আছে কেয়ামতের দিন যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে দাখিল হবে তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে পুলসিরাতে নিকট উপস্থিত করে জবাই করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সে অবস্থায় থাকবে। এখন থেকে কারো মৃত্যু হবে না। মৃত্যুর সংস্কা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। তাহলে মৃত্যুকে আল্লাহতালা কী রূপে সৃষ্টি করেছেন? হযরত মুহাম্মদ (সা) এর এক হাদিসের মর্মে জানা যায় যে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকে সৃষ্টি করে শত আবরণের মধ্যে অদৃশ্য করে রাখেন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল অপেক্ষা বিরাট করে তার আকৃতি গঠন করার পর শিকল দ্বারা বেঁধে রাখেন। শিকলের দৈর্ঘ্য প্রায় হাজার বছরের রাস্তার সমপরিমাণ। আমাদের আদি পিতা হরযত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা যখন জীবের জীবন সংহার করার কাজে হযরত আজরাইল(আ) কে নিযুক্ত করলেন তখন আজরাইল (আ) আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ মৃত্যু আবার কি? আল্লাহ তাআলা তখন শত আবরণের মধ্য দিয়ে ফেরেশতাগণকে

মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার নির্দেশ দিলেন। সবাই মৃত্যুকে দেখার জন্য দাঁড়ালেন। মৃত্যুকে বললেন তোমার সকল পাখাগুলো মেলে এদের উপর উড়ে বেড়াও এবং চক্ষুগুলো খুলে এদের দিকে তাকাও আল্লাহর নির্দেশ মতো মৃত্যু যখন তার সকল পাখা খুলে এবং চক্ষু মেলে ফেরেশতাদের উপর উড়তে লাগলো তখন ফেরেশতাগণ সে ভয়ংকর আকৃতি দেখে বেহুশ হয়ে যান। হাজার বছর পর চেতনা লাভ করে তারা বললেন হে আল্লাহ আপনি এর অপেক্ষায় ভয়ংকর কোন কিছু কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন এটা আমারই সৃষ্টি আমি এর অপেক্ষা মহিয়ান গড়িয়ান প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

আত্মা কবজের পদ্ধতি

প্রতিটি প্রাণী মরণশীল। সবাইকে এই পৃথিবী ছেড়ে পরকালে পাড়ি জমাতে হবে। সেই পরকালের যাত্রা কেমন হবে তা নির্ভর করবে তাদের দুনিয়ার কর্মের ওপর। যদি আল্লাহর মুমিন বান্দা হয় এবং নেক আমল করে থাকে তাহলে পরকালের যাত্রা হবে রাজকীয়; আর যদি অবিশ্বাসী হয় তাহলে পরকালের যাত্রাও হবে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অপমানজনক।

পরকালীন যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বারা ইবনে আজ্জব (রা.) বলেন রাসূল(স) বলেছেন, কোন ঈমানদার বান্দা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের দিকে যাত্রা করে, তখন আকাশ থেকে তার কাছে ফেরেশতা আসে। তাদের চেহারা থাকবে সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাদের সঙ্গে থাকবে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি। তারা তার চোখ বন্ধ করা পর্যন্ত তার কাছে বসে থাকবে। মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসবে। সে বলবে, হে সুন্দর আত্মা তুমি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও তার সম্ভৃষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। আত্মা বেরিয়ে আসবে, যেমন বেরিয়ে আসে পানপাত্র থেকে পানির ফোটা। সে আত্মাকে গ্রহণ করে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়বে না। অতঃপর তাকে জান্নাতের কাফন পরাবে ও সুগন্ধি লাগাবে। পৃথিবীতে যে মিশক আছে, তা তার চেয়ে বেশি সুগন্ধি ছড়াবে। তারপর তাকে নিয়ে তারা(ফেরেশতা) আসমানের দিকে যেতে থাকবে। আর ফেরেশতাদের প্রতিটি দল বলবে, কে এই পবিত্র আত্মা? তাদের প্রশ্নের জবাবে তারা তার সুন্দর নাম নিয়ে বলবে যে অমূকের ছেলে অমুক। এভাবে প্রথম আসমানের দরজা গুলো খুলে দেওয়া হবে। এভাবে প্রতিটি আসমান অতিক্রম করে যখন আসমানে যাবে তখন মহান আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দার আমলনামাটা ইল্লিয়নে লিখে দাও। আর আত্মাটা দুনিয়াতে তার দেহের কাছে পাঠিয়ে দাও। এরপর কবরে প্রশ্নোত্তরের জন্য দুজন ফেরেশতা আসবে। তোমার রব কে? সে বলবে আমার রব আল্লাহ। তারা প্রশ্ন করবে তোমার দিন কি? সে জবাব দেবে আমার দিন ইসলাম। তারা বলবে এই ব্যক্তিকে চেনো, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে? সে জবাবে বলবে, সে আল্লাহর রাসূল। তারা বলবে, তুমি কিভাবে জানলে? সে জবাবে বলবে, আমি আল্লাহর

কিতাব পাঠ করেছি। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি। তখন আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী বলবে, আমার বান্দা অবশ্যই সত্য বলছে। তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার কবর থেকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। জান্নাতের সুশ্রাণ ও বাতাস আসতে থাকবে। তার চোখ যায় ততদূর কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তার কাছে সুন্দর চেহারার সুন্দর পোশাক পরিহিত সুগন্ধি ছড়িয়ে এক ব্যক্তি আসবে। সে তাকে বলবে তুমি সুসংবাদ নাও। সুখে থাকো। দুনিয়াতে এ দিনের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছিল তোমাকে। মৃত ব্যক্তি সুসংবাদ দাতা এ ব্যক্তিকে সে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে জবাবে বলবে আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলবে, হে আমার রব! কেয়ামত সংঘটিত করুন!! হে আমার রব! কেয়ামত সংঘটিত করুন!! যেন আমি আমার সম্পদ ও পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারি। আর যখন কোন কাফির দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আখিরাত পানে যাত্রা করে তখন তার কাছে কালো চেহারার ফেরেশতা আগমন করে। সঙ্গে থাকে চুল দ্বারা তৈরি কষ্টদায়ক কাপড়। তারা চোখ বুজে যাওয়া পর্যন্ত মাথার কাছে বসে থাকে। তার মাথার কাছে বসে বলে, হে পাপিষ্ঠ আত্মা! বের হয়ে আল্লাহর ক্রোধ ও গজবের দিকে চলো। তখন তার দেহে প্রচণ্ড কম্পন শুরু হয়। তার আত্মা টেনে বের করা হয়, আর্দ্র রেশমের ভেতর থেকে লোহার ব্রাশ বের করা হয়। এখন আত্মা বের করা হয় তখন এক মুহূর্তের জন্য ফেরেশতা তাকে ছেড়ে দেয় না। এই কষ্টদায়ক কাপড় দিয়ে তাকে পেচিয়ে ধরে। তার লাশ পৃথিবীতে পড়ে থাকে। আত্মা নিয়ে যখন ওপরে উঠে তখন ফেরেশতারা বলতে থাকে কে এই পাপিষ্ঠ আত্মা? তাদের জবাবে তার নাম উল্লেখ করে বলা হয় অমুক, অমুকের ছেলে! প্রথম আকাশে গেলে তার জন্য দরজা খোলার অনুরোধ করা হলে দরজা খোলা হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন তার আমলনামা সিজ্জিনে লিখে দাও যা সর্বনিম্ন স্তর। এরপর তার আত্মাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হবে। দেহে তার আত্মা চলে আসবে দুইজন ফেরেশতা আসবে। তাকে বসাবে। এরপর তাকে একইভাবে প্রশ্ন করা হবে তোমার রব কে? ধর্ম কি? এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল? সব প্রশ্নের জবাবে সে বলবে, হায়! হায়! আমি জানিনা। তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী বলবে, সে মিথ্যা বলছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। জাহান্নামের একটি দরজা তার জন্য খুলে দাও। জাহান্নামের তাপ ও বিষাক্ততা তার কাছে আসতে থাকবে। তার জন্য কবরকে এমন সংকুচিত করে দেওয়া হবে, যাতে তার হাড়িগুলো আলাদা হয়ে যাবে। তার কাছে এক ব্যক্তি আসবে, যার চেহারা বিদগ্ধটে, পোশাক নিকৃষ্ট ও দুর্গন্ধময়। সে তাকে বলবে, যে দিনের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে তোমাকে বলা হয়েছিল আজ তা উপভোগ করো। সে এই বিদগ্ধটে চেহারার লোকটিকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? আমি তোমার অসৎকর্ম। এরপর সে বলবে, হে রব, আপনি যেন কেয়ামত সংগঠিত না করেন। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস :১৮৫৩৪)

মৃত্যুর পূর্বে জমিন ও কবরের ঘোষণা

হযরত আনাস(রা) থেকে বর্ণিত, জমিন প্রতিদিন আদম সন্তানকে বলে -হে আদম সন্তান। তুমি আমার পৃষ্ঠের উপর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছো।তোমার মরনের পর যখন সবাই তোমাকে আমার উদরের সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে পুতে একা রেখে চলে যাবে, তখন তোমার কি দুর্দশা হবে?তখন তোমার পূর্বের সে স্বাধীনতা আর থাকবে না। আমি তোমার মৃত্তিকা স্বয়ংগৃহ এত সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেবো যে,একদিকে ফিরে আর অন্যদিকে ফিরবার ইচ্ছা করবে না, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁদতে থাকবে। জমিন আরো বলে, হে মানুষ! তুমি আমার পিঠের উপরে থেকে অসদউপায়ে ধনসম্পত্তি, টাকা-পয়সা উপার্জন করে তার দ্বারা হারাম খাদ্য খেয়ে তোমার দেহমতা তাজা করেছে।মনে রেখো, মরণের পর তোমারে এ প্রিয় মোটা তাজা সুখের শরীর আদৌ মোটা তাজা থাকবে না। কীট পতঙ্গের আহাৰ্য বস্তু হয়ে যাবে। সবই কীটপতঙ্গ খেয়ে শেষ করে ফেলবে। মাটি আরো বলে- হে মানুষ! আমার পিঠের উপর বসবাস করে কত যে গুনাহের কাজ করেছে এবং অপরকেও গুনাহের কাজে প্রেরণাদান করেছে! মরনের পর কবরে তার প্রকৃত শাস্তি পাবে। এমনি করে আমার পিঠের উপর হাসি তামাশা আমোদ প্রমোদ ও উল্লাস করে বেড়াচ্ছো, অযথা সময় নষ্ট করছো, এর প্রতিফল একদিন অন্ধকারময় কবরে ভোগ করতে হবে। সেদিন দুখে মাথায় করাঘাত করে কাঁদলেও ফল হবে না।আজ আমার পিঠের উপর থেকে আনন্দে দিন কাটাচ্ছ। মরনের পর আমার মাঝে এসে প্রতিফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করবে। এরূপ মাটি আরও বলে-হে আদম সন্তান! আমার এ উন্মুক্ত পিঠে আলোকময় খোলা ময়দানে বিচরণ করছো, কিন্তু মরনের পর এমন সংকীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে বাস করতে হবে যেখানে মুক্ত বায়ু বইবে না।আলো বলতে কিছুই থাকবে না, সেথায় তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। পুনরায় আবার বলবে-হে আদম সন্তান!নশ্বর দুনিয়ায় বন্ধু ও বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মহানন্দে প্রশস্ত ময়দানে ও খোলা বাতাসে ভ্রমণ করছো, কিন্তু মরনের পর সঙ্গীহীন কবরে একা বসবাস করতে হবে।বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বলতে সেথায় কেউ থাকবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কবর প্রতিদিন তিনবার উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে- হে আল্লাহর বান্দা। আমি নির্জনালায় ও অন্ধকারময় স্থান! আমার অভ্যন্তরে নিরাপদ থাকার পুজিসঞ্চয় করেছে কি? হে আল্লাহর বান্দা! আমার গর্ভে আসার আগে কোরআন শরীফ কে বন্ধু হিসাবে সাথে নিয়ে এসো। আমি তোমার কাছা মাটির ঘর; সুতরাং আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আগে সৎকর্মের বিছানা পত্র নিয়ে এসো।এখানে সাপ বিছু আশ্রয়। এখানে আসার পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ এবং অশ্রু বিসর্জনরূপ ঔষধ সাথে নিয়ে আসলেই পরিত্রাণ পাবে। আমি মোনকার নাকিরের পরীক্ষা কেন্দ্র সুতরাং আমার অভ্যন্তরে চির আশ্রয় নেওয়ার পূর্বে কালেমা তাইয়েবা পাঠের পুণ্য নিয়ে এসো,অন্যথায় মুক্তির কোন পথ নেই।

আত্মার কথোপকথন

মালাকুল মউত যখন কারো আত্মা কবজ করতে আসেন তখন ঈমানদার ব্যক্তির রুহ তাকে বলে, হে আজরাইল (আ)! আল্লাহ তায়ালায় নির্দেশ ছাড়া তোমার অনুগত হবো না। আমি কোন প্রকারেই আমার আত্মা সংহার করতে দেব না। তখন হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম বলবেন -আমি আল্লাহর নির্দেশেই তোমার প্রাণ সংহার করতে এসেছি। রুহ বলবে তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও,তবে এর প্রমাণ দাও। কারণ আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে সৃষ্টি করে দেহে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন তখন তো তোমাকে দেখিনি, এখন কোথা থেকে এসেছো?তখন মালাকুল মউত আল্লাহর কাছে গিয়ে এসব কথা বলবেন।উত্তরে আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন - আমার বান্দা সত্য কথাই বলেছে। তুমি বেহেস্তে চলে যাও এবং আমার নাম ক্ষোদিত একটি ফল এনে তার সামনে রাখো। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আজরাইল(আ) এর সামনে রাখতেই তার রুহ দেহ ত্যাগ করে বিলীন হয়ে যাবে।

কেরামান কাতেবীন এর পরিচয়

মানুষের সাথে সর্বদা দুজন ফেরেশতা থাকেন। এর মধ্যে একজন মানুষের ডানপাশে অবস্থান করে তার যাবতীয় নেক কাজ সাক্ষ্যহীন ভাবে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন।আর অন্যজন বাম পাশে অবস্থান করে ডান পাশের ফেরেশতাকে সাক্ষী রেখে বান্দার সকল পাপ কাজ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এই দুই ফেরেশতাকেই বলা হয় কেরামান কাতেবীন।

মানুষের শুভ পরিণতির লক্ষণ

হযরত ওমর ইবনে হুমক(রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(স) এরশাদ করেন, যখন কোন বান্দার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন তখন তাকে মধুর ন্যায় মিষ্টি করে ফেলেন। অর্থাৎ তাকে সৎকর্ম ও সৎ চরিত্র অর্জনের তৌফিক দান করেন। সাহাবায়ে কেলাম আরজ করলেন - হুজুর! কিভাবে মিষ্টি করেন? হুজুর(স) উত্তর দিলেন, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে এরকম সৎ কাজ করতে থাকে যে তার প্রতিবেশী তার ওপর খুশি হয়ে যায়। আয়েশা(রা) থেকে বর্ণিত, হুজুর(স) এরশাদ ফরমান, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে নেককার বানান, তখন মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তার কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যে ফেরেশতা তার আত্মশুদ্ধি করেন এবং সৎ কাজে তাকে প্রেরণা দান করেন। ওই ব্যক্তি ইন্তেকাল করার সময় যখন আত্মার সংহারকারী ফেরেস্টা উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ তাআলা পরকালে তার থাকার স্থান দেখিয়ে দেন। অতএব, তার আত্মা খুশিতে আত্মহারা হয়ে বের হবার ইচ্ছা করে। অর্থাৎ, সেসময় ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে। অতঃপর আজরাইল আলাইহিস সালাম ওই ব্যক্তির আত্মা সংহার করেন।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পাপিষ্ঠ করেন, তখন মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তার কাছে একটি শয়তান প্রেরণ করেন, তাকে পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী করে। সে বদকার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। সবাই বলাবলি করতে থাকে যে ওই ব্যক্তি বদকার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আর যখন মালাকুল মউত হাজির হয় তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর পরকালে থাকার স্থান তাকে দেখিয়ে দেন। দেখে তার আত্মা ভয়ে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করে না। মালাকুল মউত তার আত্মা অত্যন্ত কঠিন ভাবে টেনে বের করেন।

কিতাবুল আফসাহ প্রণেতা আলোচিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন - মালাকুল মউতের ডাকে আত্মা এভাবে বের হয় যেমন সাপুরের ডাকে গর্ত থেকে সাপ বের হয়ে আসে। মুমিন এবং কাফের উভয়ের শরীর থেকে আত্মা একই পদ্ধতিতে বের হয়। হ্যাঁ, পার্থক্য শুধু এই - মুমিনের আত্মা স্বেচ্ছায় বের হয়ে যেতে চায়; আর কাফেরের আত্মা চোঁট পর্যন্ত এসে পুনরায় শরীরে প্রবেশ করতে চায়।

হযরত সালমান ফারসি(রা) থেকে বর্ণিত - তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির কপাল হতে যদি ঘাম বের হয়, অশ্রু প্রবাহিত হয়, নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হয় এটা আল্লাহর রহমতে লক্ষণ। পক্ষান্তরে যদি কঠ হতে শক্তিশালী উটের গলা টিপার আওয়াজ এর ন্যায় আওয়াজ আসতে থাকে, চেহারা মলিন হয়ে মুখ থেকে ফেনা বের হতে থাকে, তবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব। ওলামায়েকেরাম বলেন, মৃত্যুর সময় পরিণাম খারাপ হওয়ার চার কারণ - (১) নামাজে অলসতা করা, (২) মদ পান করা, (৩) মাতা পিতার সাথে নাফরমানি করা, এবং (৪) মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া।

হযরত আনাস(রা) বর্ণনা করেন- হুজুর(স) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা যদি কোন বান্দার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তার থেকে নেক কাজ নেন। মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎ কাজ করার তৌফিক দান করেন।

বুজুর্গ গণ লিখেছেন, দুটি কাজ সর্বদা শুভ পরিণতিতে বিরাট প্রভাব ফেলে।(১)ঈমানের উপর সর্বক্ষণ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও (২) সর্বদা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা।

মৃত্যুর কঠোরতা

হযরত আয়েশা(রা) বর্ণনা করেন,মৃত্যুর সময় রাসুল (সাঃ) এর সামনে একটি পাত্রে পানি ছিল, তিনি হাত ভিজিয়ে বারবার মুখে ফিরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন لا اله الا الله ان للموت سكرات অর্থঃ(আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন বস্তু)।

জায়েদ ইবনে আসলাম(রা) থেকে বর্ণিত,যখন মুমিন বান্দার এরকম কিছু গুনা থাকে যার নেক আমলের বিনিময়ে ক্ষমা করা সম্ভব হয় না। তখন মৃত্যুর সময় কষ্ট দিয়ে ওই গুনাহ ক্ষমা করে তাকে বেহেস্তে পৌঁছানো হয়। আর যখন কোন কাফের নেক কাজ করে তখন মৃত্যু তার জন্য সহজ করা হয় যেন দুনিয়াতেই তার বদলা হয়ে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা দোযখ হয়।

হযরত আনাস(রা) থেকে বর্ণিত,নবি কারিম(স) এরশাদ করেন বান্দাকে ফেরেশতাগণ চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করে রাখে। যদি এরূপ না করা হতো তবে মৃত্যুর কষ্টে বান্দা জঙ্গল ও ময়দানে দৌড়ে পালাতো।

রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো মৃত্যুর কষ্ট ও কঠোরতা কিরূপ হয়?হুজুর(স) এরশাদ করলেন - সহজ মৃত্যু এরকম, যেমন কাটায়ুক্ত ডালকে রেশমি কাপড়ের মধ্যে রেখে টানলে প্রত্যেক কাটার সাথে রেশমের সুতার টুকরা টুকরা হয়ে বের হয়।

ওয়াসেলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম(স)এরশাদ করেন, তোমরা মুর্মূরর কাছে হাজির থাকো তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে শোনাও এবং বেহেস্তের সুসংবাদ শোনাও। জ্ঞানী পুরুষ মহিলা গণ ওই সময় ভয় পেয়ে যায়। আর শয়তান সে সময় খুবই সক্রিয় থাকে। ওই সত্তার কসম- মালাকুল মউতকে দেখা হাজার তলোয়ার মারার চেয়েও বেশি কষ্টকর।

হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ(স) এরশাদ করেন, একজন মুমিনকে তার প্রত্যেক বিষাদ ও অপছন্দনীয় কথার প্রতিদান দেওয়া হবে। আত্মা সংহারের সময় মুমিন ব্যক্তির যে বমি ও হাচি ইত্যাদি হয় এগুলোর কারণে তার যে কষ্ট হয় এরো সওয়াব দেওয়া হবে।

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর(রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একদা হঠাৎ আয়েশা(রা) কে জিজ্ঞেস করলাম,মৃত্যু কি বিষমতার বস্তু? তিনি বললেন আমি শুনেছি মুমিনের জন্য মৃত্যু আরামের বস্তু। তবে হ্যাঁ, বদকারের জন্য অত্যন্ত দুঃখ বেদনা ও আফসোসের বিষয়।

সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা

হযরত ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত, কেউ নবী করীম(স) কে জিজ্ঞেস করল- হুজুর!কোন মুমিন জ্ঞানী?তিনি বললেন - যে মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে আর সৎ কাজের দ্বারা পরকালের আসবাব প্রস্তুত করে। হুজুর(স) আরো এরশাদ করেন - হুশিয়ার ওই ব্যক্তি যে স্বীয় নফসকে শরীয়তের বিধি বিধানের অনুগত করে নেয় এবং নফস থেকে হিসাব নেয় - আর ওই সকল কাজ করে যা মৃত্যুর পর কাজে আসবে। পক্ষান্তরে নাদান ওই ব্যক্তি যে স্বীয় নফসের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তাআলার থেকে সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করে।

আজিন ইবনে আতা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সঃ কাউকে যখন মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল পেতেন,তখন তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার ডেকে বলতেন, হে লোক সকল! হে ঈমানদারগণ! মৃত্যু নিশ্চয়ই আসবে , মৃত্যু নিশ্চয়ই আসবে ! মৃত্যু রহমত, আরাম ও বরকত নিয়ে আসবে ওই সকল লোকদের জন্য যারা আল্লাহর বন্ধু ও পরকালের জন্য কাজ করে। মনে রেখো, সব কিছুরই সমাপ্তি আছে ;আর দুনিয়ার সমাপ্তি হল মৃত্যু। হ্যাঁ,পার্থক্য এই -কেউ আগে যাবে আর কেউ পরে। অন্য রেওয়াতে আছে, একদিন নবী করীম (সা)এমন এক মজলিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে লোকেরা উচ্চ স্বরের হাসছিল। হুজুর(স) এরশাদ করলেন, তোমরা তো হাসছো, ওই বস্তুকেও স্মরণ করো যে বস্তু সকল স্বাধ ও আনন্দ উপভোগকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। উপস্থিত সবাই জিজ্ঞেস করলেন - হুজুর! তা কি?হুজুর (স) এরশাদ করলেন, তা হলো মৃত্যু।লোকেরা আরো জিজ্ঞেস করল -হুজুর! শহীদগণের সাথে কি কারো হাশর হবে? তিনি জবাবে বললেন, শহীদগণের সাথে ওই ব্যক্তির হাশর হবে যে প্রতিদিন ২০বার মৃত্যুকে স্মরণ করে। আলিম গণ বলেন যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করবে, তাকে আল্লাহ তায়ালা তিনটি কারামতে ভূষিত করবেন।(১)শীঘ্রই তাকে তওবা করার তৌফিক দিবেন, (২)তোর অশ্লে পরি তুষ্ট হওয়ার সুযোগ হবে এবং (৩)এবাদতে শান্তি ও একাগ্রতা থাকবে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলে যাবে তার ওপর তিনটি বিপদ অবতীর্ণ হবে। (১)তওবা করার তৌফিক হবে না, (২)অন্তর অশ্লে তুষ্ট হবে না এবং (৩)এবাদতে অলসতা আসবে।

হযরত আলী রাঃ বলেন কবর হলো আমলের সিন্দুক, হিন্দু কে কি আছে তা মৃত্যুর পর জানতে পারবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন লোকেরা সম্পদ সিন্দুকে জমা রাখে, অনুরূপ মানুষ ভালো-মন্দ যত কাজ করে তার সিন্দুক হল কবর।

হযরত আবু জর রাঃ বলেন, নবী করীম(স) এরশাদ করেছেন, তোমরা কবরের কাছে আসা যাওয়া কর। এতে হিংসা রোগ দূর হয় এবং উপদেশ লাভ হয়। হুজুর(স) আরও এরশাদ করেন,

জানাজার নামাজ পড়ে। কেননা, তাতে যদিও আন্তরিক কিছু ব্যথা হয়,কিন্তু ব্যথিত ও পেরেশান ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় থেকে সকল ভালো কাজের সন্ধানে থাকে।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সঃ এরশাদ করেন - আমি তোমাদেরকে কবরের নিকট যেতে বাধা দিয়েছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবরের কাছে যেও। কেননা, এতে অন্তর নরম হয়, চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হয়, পরকাল স্মরণ হয়, আর বাজে আলাপ থেকে বিরত রাখে।

অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা

হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত,হুজুর(স) করেছেন, মৃত্যুকালীন যার মধ্যে(ভয় ও আশা) এ দুটি জিনিস পাওয়া যায়, আল্লাহ তাআলা তার আশা পূরণ করবেন এবং তাকে ভয় ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিবেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বলেন,আল্লাহ তায়া'লা এরশাদ করেছেন, বান্দা আমার সম্পর্কে যে রূপ ধারণ করবে আমিও তার সাথে সে রূপ ব্যবহার করব। সুতরাং তার ইচ্ছা অনুযায়ী সে ধারণা করুক। যে আমার সম্পর্কে ভালো ধারণা করে তবে তার জন্য মঙ্গল ;আর যদি মন্দ ধারণা করে তবে তার জন্য অমঙ্গল।

হযরত জাবের রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল(স) এর মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্বে বলতে শুনেছি যে তোমাদ মধ্যে যে কেউ মৃত্যুবরণ করে সে যেন আল্লাহর প্রতি সু ধারণা করে মরে। হাদিস ব্যাখ্যাকারিগণ বলেন, আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টি হয় বেশি সৎকাজ দ্বারা। সুতরাং আলোচিত হাদিসের সারমর্ম হল, যে পরিমাণ সৎ কাজ করলে আল্লাহর উপর সুধারণা হয় ওই পরিমাণ সৎকাজ করা। এটাই আল্লাহর প্রতি সুধারণার অর্থ।

হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন লোকেরা মৃত্যুর সময় বান্দাকে তার সৎ কাজ স্মরণ করিয়ে দেয়া পছন্দ করতেন, যেন আল্লাহর উপর তার সুধারণা সৃষ্টি হয়।

হযরত আনাস(রা) বলেন, নবী করীম (স) এরশাদ করেন - দেখো, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ তায়ালায় প্রতি সুধারণা ব্যতীত মারা না যায়।কেননা, আল্লাহ তায়ালায় প্রতি সুধাণা বেহেস্ত খরিদের সমতুল্য। অর্থাৎ যার আল্লাহর প্রতি সুধারণা হয়ে গেছে তার বেহেস্তে যাওয়া অনিবার্য। অর্থাৎ, যার আল্লাহর প্রতি শুধারণা হয়ে গেছে তার বেহেস্তে যাওয়া অনিবার্য। উল্লেখ্য, সৎ কাজ করা ব্যতীত মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা হয় না। আর সৎ কাজ ব্যতীত আল্লাহ তায়ালায় নিকট মঙ্গলের আশা করা প্রকৃত সুধারণা নয়;বরং এটা অহংকার ও ধোঁকাই বটে।

যে কাজ মৃত্যুর পর তাড়াতাড়ি বেহেস্তে পৌঁছায়

হযরত ইবনে আব্বাস(রা) বর্ণিত,নবী করীম(স) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাকেরিন বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর দ্বারা ভূষিত করবেন, আমল করার তৌফিক দিবেন, নবীদের ন্যায় সওয়াব দিবেন, তারপর রহমত অবতীর্ণ করবেন। আর বেহেস্তে প্রবেশের জন্য একমাত্র বাধা হলো মৃত্যু। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

সালসাল থেকে বর্ণিত,নবী করিম(স) এরশাদ করেন,যে কেউ প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার এবং বেহেস্তের মাঝে শুধু মৃত্যুই পর্দা থাকে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

মৃত্যুর উত্তম সময়

হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত,রাসুল (স) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসের শেষের দিকে ইত্তেকাল করবে, সে বেহেশতী হবে এবং জিলহজ মাসের ৯ তারিখে দিনের শেষ ভাগে মারা যাবে সে বেহেশতী হবে এবং যে ব্যক্তি সদাকা দিয়ে মারা যাবে সে বেহেশতি হবে। হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম(স) এরশাদ করেন,যেব্যক্তি মৃত্যুর সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব, আর যে ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে সদাকা দিয়ে মারা যাবে সে বেহেশতী হবে।

হযরত আয়েশা(র) থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ(স) এরশাদ করেন, ব্যক্তি রোজা অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ঐ সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত রোজার সওয়াব দান করেন।

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করিম(স) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মার রাতে বা জুমার দিনে মারা যাবে কবরের আজাব থেকে রেহাই দেবেন। আর কেয়ামতের দিন যখন সে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে তখন তার শরীরে শহীদ গনের মোহর অঙ্কিত থাকবে।

জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যু উত্তম

ওলামা মাশায়েখ বলেছেন, একেবারে ধ্বংস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে মৃত্যু বলে না, মৃত্যুর অর্থ হল আত্মার ও শরীরের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হে লোকসকল! তোমাদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তোমাদেরকে সর্বদা বিদ্যমান থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। হ্যা, তোমরা শুধু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবে। নবী করীম(স) এরশাদ করেন, মৃত্যু মুমিনের জন্য উপটৌকনস্বরূপ এবং সুগন্ধিফুল অর্থাৎ আনন্দদায়ক বস্তু।।

হযরত আয়েশা(র) থেকে বর্ণিত, নবী করীম(স) এরশাদ করেন, মৃত্যু বিনামূল্যের বস্তু। আর নাফরমানী হলো বিপদ। দারিদ্র ও অভাব অনটন হলো শান্তির বস্তু, আর ধন হলো আজাব। জ্ঞান হলো উপটৌকন আর মূর্খতা হল গোমরাহী। জুলুম লজ্জা দানকারী। এবাদতে চোখের প্রশান্তি। আল্লাহর ভয়ে কাঁদা জাহান্নাম থেকে রেহাই। বেশি হাসা শরীরের জন্য দুঃখ। গুনা থেকে থেকে তওবা কারী ওই ব্যক্তির ন্যায় যে গুনাহ করেনি।

মৃত দেহের চিৎকার

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা(র) বর্ণনা করেন, আমি সাইনকক্ষে বসা ছিলাম। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে রাসূল সেখানে আগমন করেন। আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী দাঁড়াতে চাইলে তিনি বলেন, আয়েশা নিজের স্থানে থাকো। আমি বসে রইলাম। তিনি চিৎ হয়ে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। আমি হুজুর(স) এর দাড়ি মোবারক সন্ধান করে ১৯ টি পাকা দাড়ি দেখতে পেলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, আহ! রাসূল(স) তার উম্মতকে শোক সাগরে ভাসিয়ে অনন্ত ধামে চলে যাবেন।

এ কথা ভাবতেই আমার ও চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু পবিত্র মুখে পড়ল। হুজুর(স) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কাঁদছো? আমি উত্তরে সব কথা খুলে বললাম। রাসূল(স) জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা বলতো, কোন অবস্থা মৃতদেহের পক্ষে একেবারে অসহনীয় ও অত্যন্ত ভয়াবহ! আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূল(স) এ সম্পর্কে অধিক অবগত।

হুজুর(স) বললেন, ঠিক বলেছ। তবুও বলতো দেখি? আমি বললাম, মৃত ব্যক্তিকে যখন ঘর হতে বের করা হয়, তার ছেলে মেয়ে যখন হায় বাবা, হাই মা বলে কাঁদতে কাঁদতে পিছনে পিছনে যায়; আর সে যখন হাই পুত্র, কন্যা বলতে থাকে, তখনকার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।

হুজুর(স) এরশাদ করলেন,হ্যাঁ ঠিক বলেছ। আর কোন অবস্থা ভয়ংকর?আয়েশা(রা) বললেন, মৃত দেহ যখন কবরে রেখে তার আত্মীয়-স্বজন চলে যায়, তখন তার কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই তার সাথী থাকে না, তখনকার সে অবস্থাও ভয়াবহ।

হুজুর (স) আবার জিজ্ঞেস করলেন কোন অবস্থা বেশি সংকটজনক? হযরত আয়েশা(রা) বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালো জানেন। নবী করিম (স) এরশাদ করলেন, আয়েশা!গোসল দানকারী যখন মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য পোশাক পরিচ্ছদ, কাপড়চোপড়, পাগড়ি ইত্যাদি টেনে খুলে তখন মৃতের অসহনীয় কষ্ট হয়।আত্মা যখন তার এ বিবস্ত্র অবস্থা দেখতে পায় তখন চিৎকার করে বলে, ওহে আল্লাহর বান্দা!আল্লাহর কসম!পরিধেয় একটু বস্ত্র আস্তে আস্তে খোলো। একটু আগেই মাত্র জান কবজের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। এ চিৎকার মানব দানব ব্যতীত সবাই শুনতে পায়।

মৃতের দেহে যখন পানি ঢালা হয় তখন পূর্ববৎ চিৎকার করে বলে,ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার দেহে গরম বা অতি ঠান্ডা পানি ঢেলে কষ্ট দিও না। একটু আগে প্রাণ বের হওয়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। শরীর মোলার সময়ও ব্যথা পেয়ে ততটুক কাকুতি মিনতি করে থাকে।কাফন পরিধান করানোর সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে বলে, আমার কাফনের মাথার দিকটা ভিন্ন করে বাধো, আমার আত্মীয়-স্বজনরা চিরদিনের জন্য আমাকে একবার দেখে নিতে পারে।ঘর হতে বের করার সময় দেহ বলে, হে আল্লাহর বান্দাগণ!আমাকে এত তাড়াতাড়ি ঘর হতে বের করো না, আমার বাড়ি ঘর আত্মীয়স্বজন ধন-সম্পদ শেষবারের মতো আমাকে দেখার সুযোগ দাও। আমার সন্তান ইয়াতিম ও স্ত্রী বিধবা হল, তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমি আমার সব ছেড়ে দিচ্ছি কোনদিন আমি আর ফিরে আসবো না। খাটে করে নিয়ে যাওয়ার সমশ বলে,হে বন্ধুগণ!আমি আমার পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজনকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।সুতরাং আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথাবার্তা কান্নাকাটি শুনতে পাই ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ধীরে ধীরে যাও! খাট বহন কারিগর তিন কদম অগ্রসর হতেই আবার চিৎকার করে বলে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি দুনিয়ার মুখের দিকে চেয়ে জীবন কাটিয়েছি। তোমরা যেন তার মুখের দিকে না চাও। সাবধান! দুনিয়া আমাকে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছে, তোমাদেরকে নিয়ে যেন তা না করে। আমার অবস্থা দেখে তোমরা সাবধান হও, পরিণতি ভালো হবে।আমি যা সঞ্চয় করেছিলাম তা আমার আত্মীয়স্বজনরা বন্টন করে নিবে। কিন্তু আমার পাপের বোঝা কেউ বহন করবে না।

জানাজার নামাজ সমাধা হওয়ার পর লোকজন চলে যেতে আরম্ভ করলে আত্মা একেবারে হতাশ হয়ে বলবে, ওহে বন্ধুগণ! এত তাড়াতাড়ি তোমরা আমাকে ছেড়ে চললে! দাফন করা পর্যন্ত থাকো। মৃত দেহ কবরে রাখা হলে বলবে, হে আমার উত্তরাধিকারীগণ! আমার জীবনের সঞ্চিওত ধন সম্পদ সবকিছু তোমাদের জন্য রেখে গেলাম। তোমরা আমাকে ভুলে যেও না। আমি

তোমাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছি। সুতরাং তোমরা আমার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আমার শেষ অনুরোধ আমাকে ভুলে যেও না।

কবরের চাপ

হযরত সাঈদ ইবনে মোসাইয়াব(রাঃ)হতে বর্ণিত,আয়েশা(রাঃ) নবী করীম(সঃ) এর নিকট আরজ করলেন,হে আল্লাহর রাসূল!আপনি যখন হতে কবরে মোনকার নাকিরের ভয়ানক ও কৰ্কশ কণ্ঠস্বর এবং কবরের চাপের কথা বলেছেন, তখন থেকে আমি কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছিনা, মনের অস্থিরতা কিছুতেই কাটাতে পারছিনা। এ কথা শুনে নবী কারীম(সঃ) বললেন, হে আয়েশা! মোনকার নাকিরের কণ্ঠস্বর মুমিনের কানে সুরেলা আওয়াজ এবং চোখের সুরমা লাগানোর প্রশান্তির ন্যায় প্রশান্তিকর মনে হবে। মুমিন বান্দার কবরের চাপ তোর সন্তানের মাথা তার মা টিপে দেয়ার মত আরামদায়ক মনে হবে। হে আয়েশা! পাথরের উপর ডিম রেখে পিছলে ডিমের যেরূপ অবস্থা হয়, আল্লাহকে বিশ্বাসীদেরও কবরে সে রূপ অবস্থা হবে।

মোনকার নাকিরের কবরে প্রবেশ

হযরত আনাস বিন মালেক(রাঃ) থেকে বর্ণিত,রাসূল(সঃ) এরশাদ করেন, যখন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় তার সঙ্গীগন কবরস্থান থেকে ফিরতে থাকে, তখনও সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়।অর্থাৎ তারা ফিরতে না ফিরতেই দুজন ফেরেশতা পৌঁছেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অন্য হাদিসে আলোচিত ফেরেশতা দ্বয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ওই দুজন ফেরেশতা ভয়ংকর কুশী, রক্তের ন্যায় চোখ বিশিষ্ট ও ভয়াবহ আকৃতির হবে। তাদের গলার আওয়াজ মেঘ গর্জনের ন্যায় এবং দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর হবে যেন চোখের জ্যোতি হরণকারী বিদ্যুৎ। তারা দাঁত দ্বারা মাটি ভেদ করে মৃতের মাথার নিকট যখন আগমন করবে, তখন মাথা বাধা দিয়ে বলবে, আমার দিক থেকে আঘাত করোনা। এ সময়ের ভয়ে আমি দিবারাত্র নামাজ পড়েছি। অতঃপর তারা পদদ্বয়ের দিক থেকে আক্রমণ করতে উদ্যত হবেন। তখন পদদ্বয় বলবে বান্দা আমার সাহায্যে জুমা ও জামাতে শরিক হওয়ার জন্য দৌড়েছে এবং আমার সাহায্যেই দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছে। অতঃপর ডান দিক হতে আক্রমণ করতে উদ্ধত হলে ডান হাত বলবে, এদিক হতে আক্রমণ করোনা কারণ, এ আমার সাহায্যে প্রচুর দান খয়রাত ও সাহায্য সহায়তা করেছে। বাম দিক হতে অগ্রসর হয়েও বাধা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর মুখের দিক হতে অগ্রসর হলে মুখ বলবে,হে ফেরেশতাগণ! এ ব্যক্তি আমার দ্বারা খোদা তৃপ্ত দূর করেছে এবং রোজা পালন করেছে। সবশেষে মোনকার নাকির ফেরেশতা দ্বয় বিফল হয়ে কবরবাসী মুমিন ব্যক্তির নেক আমলসমূহ অর্থাৎ নামাজ, দান সদাকা, রোজা ও জুমা ইত্যাদির কাছে করজোড়ে

মিনতি করে বলবে, হে মৃত দেহরক্ষীগণ! আমরাও এর প্রতি অত্যন্ত সদয় ;আল্লাহর আদেশে সহজ কয়েকটি প্রশ্ন করে চলে যাব। ফেরেশতাদের এ প্রকার অনুরোধে জুমা মৃতদেহের পদদ্বয়ের দিক থেকে কবরে প্রবেশ করার জন্য স্থান ছেড়ে দিবে। অতঃপর তারা কবরে প্রবেশ করবেন।

মোনকার নাকিরের প্রশ্ন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবরে দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করে বান্দার তাওহীদ এবং রেসালাত সম্বন্ধে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আর তাদেরকে পুনরায় ফেরেশতাদের সম্মুখে মুমিন বান্দার কথিত বিষয় জ্ঞাপন করতে আদেশ করেছেন। কেননা, সাক্ষের জন্য দুজনেই যথেষ্ট। পরিশেষে রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে বলবেন, আমি তাকে মৃত্যু দান করেছি, তার ধন-সম্পদ, স্ত্রী পুত্র সবই পৃথিবীতে রয়ে গেছে। সে এখন বন্ধু-বান্ধবীহীন সম্পূর্ণ একা। এখন আমি ছাড়া তার সম্বল ও সাহায্যকারী নেই। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো, তোমার প্রভু কে? রাসূল কে?তোমার ধর্ম কি? তখন সে নির্দিধায় বলবে, আল্লাহ আমার প্রভু। হযরত মুহাম্মদ(সঃ) আমার নবী,ইসলাম আমার ধর্ম ;সুতরাং এটাই আমার জ্ঞানের বিষয়বস্তু।

যারা কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না

আবুল কাশেম মাসাদী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, সহি হাদিস আছে অনেক মৃত ব্যক্তির কবরে আজাব হবে না এবং তাদের নিকট মুনকার নাকিরও আসবে না। এ সকল লোক তিন ভাগে বিভক্ত।(১) যারা এরূপ সৎ কাজ করেছে যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে কবরের আজাব ও মোনকার নাকিরের প্রশ্নোত্তর স্থগিত করে দিয়েছেন।(২)ঐ সকল লোক, যাদের উপর মৃত্যুর সময় কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছে, যার বদলায় তার আজাব ও মোনকার নাকিরের প্রশ্নোত্তর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।(৩)ঐ সকল লোক যারা এমন দিনে মারা গেছে যেদিন আজাব ও প্রশ্নোত্তর হয় না। যেমন, জুমার দিন ও জুমার রাত।

হযরত আবু আইয়ুব রাঃ থেকে বর্ণিত,নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জিহাদে দুশমনের সাথে মোকাবেলা করেছে তাকে কবরে আজাব দেয়া হবে না।

হযরত সালমান রাঃ বর্ণনা করেন, আমি নবী কারিম(সঃ) কে এরশাদ করতে শুনেছি,জেহাদে ইসলামী রাজ্যের সীমান্তে একদিন অবস্থান করা এক মাসে রোজা ও এক মাসের রাতে ইবাদতের থেকে উত্তম।কেউ যদি ঐ অবস্থায় মারা যায়, তবে যা কিছু সৎ কাজ সে করত সেগুলোর সওয়াবও তার আমলনামায় লেখা থাকবে এবং পক্ষ থেকে সর্বদা তার খাদ্য মিলতে থাকবে এবং মুনকার নাকিরের প্রশ্ন থেকে সে নিরাপদে থাকবে।

এক ব্যক্তি হুজুর(সঃ) কাছে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসুল আল্লাহ! প্রত্যেক মুমিনকে কবরে প্রশ্ন করা হবে এর কারণ কি, এমন কি কাউকে কাউকে শাস্তিও দেওয়া হবে। কিন্তু শহীদ কে প্রশ্ন করা হবে না এবং কোন শাস্তি নেই।হুজুর(সঃ) এরশাদ করলেন, তার মাথায় যে তলোয়ার পড়েছে এটাই তার শাস্তির জন্য যথেষ্ট তারপর আর প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন নেই।

হযরত ইবনে ওমর(রাঃ) থেকে বর্ণিত,নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেন, যে মুমিন জুমার দিনে বা রাতে মারা যাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের আজাব থেকে রেহাই দেবেন।

কবরের আজাব সত্য

আহলে সুন্নাহ ওয়ালা জামায়াতের আকিদা অনুযায়ী কবর আযাব সত্য। মুমিনগণ কবরে আরামে থাকবেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সে আরামবহাল থাকবে। তেমনি কাফের ও বদকারগণ কবরে আজাবের সম্মুখীন হবে। এটা হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

আম্মাজান হযরত আয়েশার রাঃ এর কাছে এক ইহুদি মহিলা আসলো এবং কবর আজাব সম্পর্কে আলোচনা করে হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্য এভাবে দোয়া করল আল্লাহপাক তোমাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন। নবীজি(সঃ) বললেন -হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য। আম্মাজান হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, অতঃপর নবী কারীম(সঃ) যখনই নামাজ আদায় করতেন তখনই কবর আযাব হতে আল্লাহ পাকের নিকট পানাহ চাইতেন।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যখন কোন কবরের কাছে দাঁড়াতে তখন এত বেশি কাঁদতেন, যে তার দাড়ি ভিজে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এত কাঁদেন কেন? হযরত ওসমান(রাঃ) উত্তর দিলেন, নবী করিম(সঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় কবর আখেরাতের মঞ্জিল সমূহের প্রথম মঞ্জিল। যদি এই মঞ্জিল হতে না জাত পাওয়া যায় তবে পরবর্তী মঞ্জিল সমূহ সহজেই পাড়ি দেওয়া যাবে।

সাতটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও চালু থাকে

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী করিম(সাঃ) এরশাদ করেন, যখন মুমিন ইন্তেকাল করেন তার আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সাত আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও চালু থাকে। (১)যে ব্যক্তি কাউকে এলেমের দিন শিক্ষা দিয়েছে, তার সওয়াব পোঁছাতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত ওই এলেম দুনিয়াতে থাকে। (২)মৃত ব্যক্তির কোন নেক সন্তান তার জন্য দোয়া করতে থাকলে। (৩)মৃত ব্যক্তি তার কোন কোরআন শরীফ রেখে গেলে। (৪)মৃত ব্যক্তি কোন মসজিদ নির্মাণ করে গেলে। (৫)মৃত ব্যক্তি পথিকদের আরামের জন্য কোন ঘর নির্মাণ করে গেলে। (৬)মৃত ব্যক্তি কোন কূপ বা পুকুর খনন করে গেলে। (৭)মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় কোন সদাকা করে গেলে। অতএব যতদিন পর্যন্ত এ সকল বস্তু থাকবে, এর সওয়াব মৃত ব্যক্তি পেতে থাকবে।

কেয়ামতের আলামত

কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পূর্বে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হবে তা দুই প্রকার ঃ (১)আলামতে সগিরা বা সাধারণ লক্ষণ, (২)আলামতে কবিরা বা বিশেষ লক্ষণ। নবী করিম (সঃ) দুনিয়া ত্যাগের পর থেকে হযরত ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল আলামত বা লক্ষণ প্রকাশিত হবে তাকে বলা হয় আলামতে সগিরা।

আর হযরত ইমাম মাহদী(আ) হতে কেয়ামতের পূর্ব হযরত ইসরাফিল(আ)সিঙ্গার ফুৎকারের পূর্বে পর্যন্ত যে সকল আলামত পরিলক্ষিত হবে তাকে বলা হয় আলামতে কবিরা।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত নবী করীম(স) এরশাদ করেন, যখন গনিমতের মাল থেকে ব্যক্তিগত সম্পদ রূপে ব্যবহার করা হবে,আমানত বা গচ্ছিত মালকে গনিমতের মাল মনে করা হবে, যাকাত কে জরিমানা ধারণা করা হবে, দিন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এলেম হাসিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানি করবে, বন্ধুকে খুব নিকটে স্থান দিবে আর পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদ সমূহে শোরগোল করা হবে,ফাসেক ব্যক্তি গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এ উম্মতের পরবর্তীকালে লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ভৎসনা করতে থাকবে, সে সময় তোমরা অপেক্ষা কর রক্তিম বর্ণের ঝড়ের , ভূকম্পনের, ভূমিধসের, আকৃতি বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং সুতা ছেড়া দানার নেয় একটির পর একটি নিদর্শনের। অত্যাচার ব্যভিচার অত্যাধিক বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে রেশমি বস্ত্র পরিধান করবে।শরম লজ্জা সমূলে উঠে যাবে। হস্তমৈথুনের অশ্লীল অভ্যাস বৃদ্ধি পাবে। মিথ্যাবাদীতা চতুরতা বলে বিবেচিত হবে। অত্যাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। বিধর্মী গণ মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে।

কেয়ামতের আলামতে কবিরা বা বিশেষ লক্ষণ এই হযরত ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, অভিশপ্ত দাজ্জাল বের হওয়া, হযরত ঈসা(আ) এর অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় বের হওয়া, ভূমিকম্প, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশ।

হাশরের বর্ণনা

আসর আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ একত্র করা। কেয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিকে এক স্থানে একত্র করা হবে, এজন্য একে হাশর বলা হয়।

কোরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। পবিত্র কালামে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন **وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا** অর্থঃ এবং যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا অর্থঃ যেদিন আ রহমানের নিকট মুত্তাকীদের জামাত বন্দী করে একত্র করব।

তাফসীর উল্লেখ রয়েছে,হাশর মোট চারটি, দুটি পৃথিবীতে আর দুটি আখেরাতে।দুনিয়ার একটি হলো -কোরআন কারীমে এরশাদ হচ্ছে **هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ** অর্থ তিনি আল্লাহ কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়িঘর থেকে বহিস্কার করেছেন। (সূরা হাশর)

দুনিয়ার দ্বিতীয় হাশর কেয়ামতের পূর্বক্ষণ এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী করিম (স) কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন মানুষদেরকে নগ্ন পদে, নগ্নদেহে, খৎনা বিহীন অবস্থায় সমাবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, ইয়ারাসুল আল্লাহ! নারী-পুরুষ সকলে কি একজন আরেকজনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আয়েশা!সে সময়টি এত ভয়ানক হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,নবী করিম(সঃ) এরশাদ করেছেন,কেয়ামতের দিন সকল মানুষ ঘর্মাভূ হয়ে পড়বে,তাদের ঘাম জমিনের ৭০ গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে, এমনকি তাদের কর্ণদয় পর্যন্ত পৌঁছে লাগামে পরিণত হবে।

দোযখের শাস্তি

দোযখে অনন্তকালের শুধু শাস্তি আর শাস্তিরি ব্যবস্থা রয়েছে, ক্ষণিকের জন্য কোথাও সুখ শাস্তি নেই। চারদিকে শুধু চিৎকার,হাহাকার,আর্তনাদ আর কান্নাকাটি। কোথাও প্রজ্বলিত জমকালো অগ্নিকুণ্ড দাউদাউ করে জ্বলছে। কোথাও বা উত্তপ্ত বালু হাওয়া শো শো করে বইছে। কোথাও আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রবল বেগে অগ্নিশিখা সমূহ উত্থিত হচ্ছে। কোথাও প্রচণ্ড শীতে জাহান্নামিদের আপাদ মস্তক অবশ হয়ে আসছে। কোথাও ক্ষতস্থান বিগলিত পুজ ও পচা রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।কোথাও ফেরেশতাদের প্রস্তর ও গুরজের আঘাতে জাহান্নামীদের অস্তি মাংস খান খান হয়ে উড়ে যাচ্ছে। কোথাও অগ্নির কাচি দ্বারা জিহ্বা কাটা হচ্ছে। কোথাও উট খচ্চরের মত বৃহদাকার সর্প ও বিচ্ছুসমূহ ফনা বিস্তার করে ফস ফস করছে, আর তাদের দংশনে অভিশপ্ত পাপীগণ ভীষণ জ্বালা যন্ত্রনায় ছটফট করছে। কোথাও পাপীদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করানো হচ্ছে বা কারো মাথায় ঢেলে দেয়া হচ্ছে, যাতে পেটের নাড়ি ভুড়ি আর মুখের গোস্ত সমূহ খসে পড়ছে। কোথাও বিষাক্ত যাক্কুম বৃক্ষের ছড়াছড়ি বা অগ্নিসম কন্টকময় ঝাড় ভক্ষণে জাহান্নামিদের গড়াগড়ি।এখানে নির্মম ফেরেশতাদের দয়া দাক্ষিণ্য, মায়া মমতা নেই, আছে শুধু হাতের ডান্ডা, আগুনের ছুড়ি,লোহার শৃংখল, হাতুড়ি, তর্জন গর্জন আর ঠাট্টা বিদ্রূপ।

আল্লাহর এরূপ অসংখ্য অগণিত আজাব ও গজবে দোযখবাসীদের চিৎকার আর্তনাদে জাহান্নামের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠবে।তদুপরি ফেরেশতাদের গর্জন , জাহান্নামের ভিশন হুংকার এমন যে, সুদীর্ঘ ৫০০ বছর দূর হতেও শ্রবণ করলে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে।

বেহেশতের বর্ণনা

যে সকল লোক মহান আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলে এবং স্বীয় নফসে ও কুচক্রী শয়তানের চক্রান্ত হতে বেঁচে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সে সকল লোকের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরকালের জীবনে চির সুখময় পরম বাসস্থানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন কোরআন শরীফের ভাষায় তাকে জান্নাত বা বেহেশ্ত বলা হয়।

জান্নাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ গোপন বা অদৃশ্য ঘন বৃক্ষের ছায়াময় বাগান। ইসলামী পরিভাষায়, আল্লাহ পাক নেককার বান্দাদের জন্য যে শান্তি ময় স্থান সৃষ্টি করে রেখেছেন তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলা হয়। যে স্থানটি মানুষের দৃশ্য হতে অদৃশ্য এবং লতা বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত,তাই তাকে জান্নাত বলা হয়। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান বিলগায়েবের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) বলেন, হুজুর(সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার পূর্ববান বান্দাদের জন্য জিনিস প্রস্তুত রেখেছি যা কখনোও কোন চক্ষু দেখেনি, কখনো কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি।

হযরত ওয়াহাব (রা) বর্ণনা করেন -আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী যথা সময় বেহেশ্ত সৃষ্টি হয়েছে। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বিস্তৃতি অনুযায়ী তিনি তার প্রস্থ নির্ধারণ করেছেন।জান্নাতের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কেউই অবগত নয়। কেয়ামতের পর তার বিস্তৃতি আরো বর্ধিত করা হবে যেন বেহেশ্তবাসী তাতে পরমানন্দে বসবাস করতে পারে। বেহেশ্তের দরজা একশ;একটি হতে অন্যটির দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথের সমান। তাতে কুল কুল রবে শ্রোতস্বীনি প্রভাবিত হবে। বৃক্ষের ফলসমূহ এর মধ্যে বুলে থাকবে যেন জান্নাতীরা ইচ্ছা অনুযায়ী খেতে পারে। বেহেশতে হুইন বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট পবিত্র রমণী থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারা ইয়াকুব ও মারজানের তুল্য লাভণ্যময়ী সুন্দরী। তারা স্ব স্ব আমি ভিন্ন অন্য কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না এবং স্বামী ভিন্ন কারো দ্বারা স্পর্শিত হবে না। তাদের দেহে বিভিন্ন রঙের সত্তরটি অলংকার থাকবে।তা একটি পশমতুল্য ভারী হবে না। তাদের হাত এবং হাড় অলংকারের ভেতর দিয়ে দেখা যাবে। তাদের কেশগুচ্ছ ইয়াকুত ও মুক্তা খচিত হবে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন,রাসুলুল্লাহ(স) এরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীগণ তথায় পানাহার করবে, কিন্তু থুথু ফেলবে না, মলমূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মা ঝরবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, এমতাবস্থায় তাদের খাদ্যের পরিণতি কি হবে? তিনি বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘামের দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে।আল্লাহর তসবি ও প্রশংসা তাদের অন্তরে এমন ভাবে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস প্রশ্বাস অবিরাম চলে।

সহায়ক পুস্তক

বইঃমৃত্যুর আগে ও হাশরের পরে

পত্রিকাঃ কালের কণ্ঠ

মিডিয়াঃBasera এবং ummah network